

পেনিলোপির আশাভঙ্গ
যানিস্ রিটসস্

চুল্লির মৃদু আলোয় তাকে চিনতে পারেনি, এমন নয়,
ভিখিরির শতচ্ছিন্ন পোষাকেও ছদ্মবেশ ঢাকা পড়েনি তার ;
সর্বাঙ্গ জুড়ে স্পষ্ট, পরিচিত সব চিহ্ন ;
মালাইচাকিতে কাটা দাগ, পেশীদর্পিত শরীর
আর সেই চতুর চাউনি ।

ভীত, ত্রস্ত, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে
একটা অজুহাত খুঁজতে চাইল,
যাতে ওর প্রের উত্তর দিতে
একটু দেরি করা যায় ;
তাহলে তার মনের কথাটি ধরা পড়বে না আর ।

এই লোকটার জনোই তবে কুড়িটা বছর
বৃথা চলে গেল
অপেক্ষায় স্বপ্নের জাল বুনে ?
রক্তমাত, দ্রুতশ্রু
এই হতভাগা আগন্তুকটার জন্যে ?

একটা আসনে ধপ্ করে বসে পড়ল সে
নিষ্পন্দ, বাক্যহীন ;
মোঝেতে ছড়িয়ে থাকা নিহত পাণ্ডিত্যার্থীদের দিকে
এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল,
যেন তার মরে যাওয়া ইচ্ছেগুলোকেই দেখছে ।
বলে উঠল, 'স্বাগতম'—
দূরাস্ত থেকে যেন ভেসে এল তার গলা,
যেন বা তা আর কারো কণ্ঠস্বর ।

এককোণে পড়ে থাকা বয়নযন্ত্রটি
খাঁচার মতো সিলিং-এ ছায়া ফেলেছে ;
সবুজ পাতার ভিতর গাঢ় লাল সুতোয় বোনা পাখিরা
চকিতে ধূসর এবং কালো হয়ে
তার ধৈর্যসীমার নিঃপ্রভ আকাশে
নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ।

অনুবাদ : ঝিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

